নাড়ুগোপাল প্রোডাকসন্সের
প্রথম নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

দর্পচূর্ণ

পরিচালনা ঃ
দিলীপ রায়

অরুণ রাহুত ও নারু রায় প্রযোজিত

নাড়ুগোপাল প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

শুভদৃষ্টি

কাহিনী বিন্যাস . সংলাপ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

দিলীপ রায়

সঙ্গীত । কালীপদ সেন

আলোকচিত্র পরিচালনা : কানাই দে শিল্প নির্দেশনা : সূর্য চট্টোপাধ্যায় . সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী . রূপসজ্জা : মনোতোষ রায় . শব্দ গ্রহণ : জে. ডি ইরানী ও সিদ্ধি নাগ (অন্তদৃশ্য) ও গিরিশ পাধিয়ার (বহিদৃশ্য সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুণর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় সহকারী : বলরাম বারুই কর্ম সচিব : পরিতোষ রায় . স্থির চিত্র : এড্না লরেঞ্জ পরিচয় লিপি : বিরাজ সেন প্রযোজনা তত্ত্বাবধান রঞ্জিত রাহুত পরিবেশন তত্ত্বাবধান : অজিত রাহুত ।

গীত রচনা : কাজী নজরুল ইসলাম . শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপথ্য কণ্ঠ : মান্না দে. হেমন্ত মুখোপাধ্যায়. অরুন্ধতী হোম চৌধুরী

প্রধান সহকারী পরিচালনা : সুজয় দত্ত

প্রচার সচিব : স্বপন ঘোষ

সহকারীবৃন্দ . চিত্রনাট্যে : অমল রায় ঘটক, পরিচালনা : বিক্রম মুখার্জী, প্রণব বিশ্বাস . আলোক চিত্র : বিমল চৌধুরী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য . সঙ্গীত : শৈলেশ রায় . শিল্প নির্দেশনা : অনিল পাইন সম্পাদনা : জয়দেব দাস . রূপ সজ্জা : পাঁচু দাস . সুশান্ত দাস . সাজসজ্জা : সরযু লাল . ব্যবস্থাপনা : রমেন দেব . হরি সরকার . সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : পূর্ণচন্দ্র মিত্র প্রভাত বর্মন, কনক ঘোষ, অরবিন্দ সেন, শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায় রসয়নাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, সুনীল ব্যানার্জী, কালীপদ বোস, স্বপন নন্দী . আলোক সম্পাতে : হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, শঙ্কর দাস, সুখরঞ্জন দত্ত, বাদল সরকার, বিনয় ঘোষ, দেবেন দাস . প্রচারে চঞ্চল ব্রহ্ম ।

বেতার প্রচারে : সুকান্ত রায়

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গৃহীত এবং

ধীরেন দাসগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সারভিসেস্ ল্যাবরেটরিজে পরিস্ফুটিত ।

বিশ্ব পরিবেশনা । আর, আর ডিস্ট্রিবিউটরস

৮৭, লেনিন সরণী কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৪-৫০৩০

: চরিত্র রূপদানে :

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, দীপঙ্কর দে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উত্তম কুমার ।

নির্মল কুমার, লিলি চক্রবর্তী, উজ্জল সেনগুপ্ত, কল্যাণী রায়, তরুণ কুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, বিমল দেব, আশুতোষ রায়, মানস মুখোপাধ্যায়, স্বরাজ বসু, তপেন্দু গাঙ্গুলী ননী চ্যাটার্জী, ভবতোষ ব্যানোর্জী, মিহির পাল, হাসি মজুমদার, বঙ্কিম চৌধুরী, পুর্ণীমা দত্ত, প্রভাকর প্রভু, সঞ্চিতা, তন্ময় ও সুমী ।

এ'দের অকুণ্ঠ সাহায্য আমরা পেয়েছি—

কানন দেবী, অজিত কুমার সাহা (ওরেষ্ট বেঙ্গল স্টেট্ কোঃ অপঃ ব্যাঙ্ক), অরুণ সরকার, তাপস চন্দ্র রায়, এ, এন, মিত্র, পরেশ চ্যাটার্জী, এস, কে, চ্যাটার্জী, মনিকা চ্যাটার্জী, শক্তি ব্যানার্জী, সত্য রায়, কমল গাঙ্গুলী, দেবেন দে, দাদামনি, শ্যামলী রায়, ডাঃ দেবাশীষ সেনগুপ্ত, পরিমল সরকার. ভূপেন রায়, সুনীল রাম, সতীশ মুখার্জী, রমেন ভট্টাচার্য, নিতাই চক্রবর্তী, চিত্ত দে, নিরঞ্জন মণ্ডল, ঝণ্টু নাগ, নিতাইপদ সেন, সন্তোষ রায়চৌধুরী এবং অপু

এ. টি, দাঁ এণ্ড কোং . মিত্র লাইব্রেরী (টালীগঞ্জ)

বি, পি জুয়েলারী (রোল্ডগোল্ড) . গোপাল অটোমোবাইলস্

কমলা নার্সারী (ইণ্টালী মার্কেট)

এই ছবির গানগুলি 'ঘাটানী' রেকর্ডে শুনুন।

কাহিনী

নরেন ছোটবেলা থেকে লিখতে ভালবাসতো। ওর বাবারও ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে নরেন লেখক হবে। নরেনের বাবার বন্ধু শ্রীপতি বাবুর মেয়ে ইন্দু ছিল নরেনের বাল্যসাথী। ইন্দু একটু জেদী স্বভাবের ছিল। দু'জনের বাবাই ঠিক করে রেখেছিলেন বড় হলে ওদের বিয়ে হবে।

ওরা এখন বড় হয়েছে। নরেনের বাবা মারা গেছেন। মাঝে তাঁর কিছু দেনা হয়ে ছিল কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি সব দেনা শোধ করে যান। এই দেনার ব্যাপারে ইন্দুদের পরিবারে নরেন ও ইন্দুর ব্যাপারে একটু ইতস্ততঃ ছিল। কিন্তু ইন্দু তার বাবাকে জানিয়ে দেয় যে সে নরেনকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। তখন শ্রীপতি বাবু নরেনকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করেন। ভালভাবে বিয়ে থাওয়া হয়ে যায়। উত্তর বঙ্গের কোন এক যায়গায় ওরা মধুযামিনী যাপন করে ফিরে আসে।

ঠিক এই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত উদয় হন নরেনের বাবার পুরোন বন্ধু শম্ভু পাল এবং তিনি জানান যে তাঁর কাছ থেকে দেনা করা ছাব্বিশ হাজারের একটা টাকাও নরেনরা শোধ করে নি। নরেনদের বাড়ীটা তাঁর কাছে বন্ধক আছে। তিনি নরেনকে সতর্ক করে দিয়ে যান যে টাকা শোধ না করলে নরেনকে পথে দাঁড়াতে হবে। লেখক হিসাবে নরেনের রোজগার তখন এমন কিছু বেশী নয়। পরে আবার যখন শম্ভু বাবু এসে টাকার তাগাদা দেন তখন নরেন বলে যে সে কিছু কিছু করে দেনা শোধ করবে। শম্ভু বাবু চলে যান। সমস্ত ব্যাপারটা ইন্দু জানতে পারে এবং এই নিয়ে নরেনের সংগে ইন্দুর তর্ক বিতর্ক হয়। পরে নরেনের চেষ্টায় দাম্পত্য কলহ মিটে যায়।

বছর কয়েক কেটে যায়। এর মধ্যে ওদের একটি মেয়ে হয়েছে। লেখক হিসেবে নরেনের রোজগার একটু বেড়েছে। শম্ভুবাবুর দেনা কোন মাসে চারশো কোন মাসে তিনশো হয়ে শোধ হয়ে চলেছে। এমন সময় ইন্দুর দাদা সত্যেন এসে জানায় যে ইন্দুর ছোট বোন শুক্লার বিয়ে স্থির হয়েছে। নরেন একটা উপন্যাসের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় ঠিক হয় যে ইন্দু ও তার মেয়ে কমলা সত্যেনের সংগে চলে যাবে। নরেন বিয়ের আগের দিন পৌঁছুবে। বেশ কয়েকদিন পর পর রাত জেগে উপন্যাসটা শেষ করে শুক্লার বিয়ের উপহার একটা গহনা নিয়ে নরেন তার বোন বিমলার বাড়ীতে দেখাতে গিয়ে সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে তার আর শুক্লার বিয়েতে যাওয়া হয় না; পুরোন চাকর রামটহলকে দিয়ে গহনাটা পাঠিয়ে দেয়। এতে ইন্দু আর তার দাদা সত্যেন খুব অপমানিত বোধ করে। কয়েকদিন পরে নরেন সুস্থ হয়। ইন্দু ফিরে আসে এবং নরেনের সংগে ঝগড়া হয়। ইন্দু নরেনের কোন কথাই শুনতে চায় না। পরে বিমলার বাড়ী গিয়ে ইন্দু নরেনের অসুখের কথা জানতে পারে এবং সংগে সংগে ডাক্তারকে খবর দিয়ে এনে নরেনকে দেখায়। এতে নরেন বিরক্ত হয় এবং দু'জনের তর্ক বিতর্ক চরমে ওঠে। ইন্দু কমলাকে নিয়ে চলে যায় বাপের বাড়ী, বলে যায় আর কখনও ফিরবে না। নরেন বাড়ীতে একেবারে একা হয়ে পড়ে। এর মধ্যে একদিন শম্ভুবাবু নরেনকে তাঁর বাড়ীতে ডেকে পাঠান।

এদিকে ইন্দু, বেশ কিছু দিন থাকার ফলে বাপের বাড়ীতে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয় এবং বুঝতে পারে স্ত্রীর একমাত্র আশ্রয় স্বামী। তাররপ ?

গান / এক

মোর বঁধু যেন বাঁধা থাকে বঁধু যেন বাঁধা থাকে
বিনুনী ফাঁদে। বেনী বাঁধিয়া দে ভাল করে বিনোদ
বেনী বাঁধিয়া দে, সই ভাল করে বিনোদ বেনী বাঁধিয়া দে।

চপল পুরুষ সে তাই, কুরুশ কাঁটায় রাখিব খোঁপার
সাথে বিঁধিয়া লো তায়, চপল পুরুষ সে তাই,
কুরুশ কাঁটায় রাখিব খোঁপার সাথে বিঁধিয়া লো তায়;
তাহে রেশমী জাল বিছায়ে দে রেশমী জাল বিছায়ে দে
রেশমী জাল বিছায়ে দে ধরিতে চাঁদে
সই ভাল করে বিনোদ বেনী বাঁধিয়া দে।

আ-আ-বাঁধিতে সে বাঁধন হারা বনের হরিণ
বাঁধিতে সে বাঁধন হারা বনের হরিণ জড়ায়ে দে
জরীর ফিতা মোহন ছাঁদে—হায় প্রথম প্রণয়
প্রথম প্রণয় রাগের মতো আলতা রঙে রাঙায়ে দে
চরণও মোর এমনি ঢঙে—সই পায়ে ধরে বঁধু যেন
পায়ে ধরে বঁদু যেন—পায়ে ধরে বঁধু যেন আমায় সাধে
সই ভাল করে বিনোদ বেনী বাঁধিয়া দে-দে-দে
ভাল করে বিনোদ বেনী বাঁধিয়া দে—
সই বাঁধিয়া দে—সই বাঁধিয়া দে—

গান / দুই

হঠাৎ খুশীর বইলো হাওয়া আমার মনের আঙিনায়
আরো কাছে তুমি এসো প্রিয় মন চায় শুধু চায় কাছে চায়
হঠাৎ খুশীর বইলো হাওয়া আমার মনের আঙিনায়
আরো কাছে তুমি এসো প্রিয় মন চায় শুধু চায় কাছে চায়

দুষ্টু ভ্রমর ফুলের কানে কি কথা কয় কেউ কি জানে
দুষ্টু ভ্রমর ফুলের কানে কি কথা কয় কেউ কি জানে
আমি তোমার তুমি আমার আমি তোমার তুমি আমার
চুপি চুপি সে যায় বলে যায় মন চায় হুঁহুঁ হুঁহুঁ।

তোমার হাতে পরিয়ে দিলাম ভালবাসার এই যে রাখী
আমি যেন সঙ্গী হয়ে সারা জীবন তোমার থাকি
তোমার হাতে পরিয়ে দিলাম ভালবাসার এই যে রাখী
আমি যেন সঙ্গী হয়ে সারা জীবন তোমার থাকি।

ঝর্ণা যেমন স্রোতের টানে যায় ছুটে যায় সাগর পানে
ঝর্ণা যেমন স্রোতের টানে যায় ছুটে যায় সাগর পানে
তেমন করে আমার হৃদয় তেমন করে আমার হৃদয়
বাঁধিতে চায় বাহুলতায় মন চায় শুধু চায় কাছে চায়।
হঠাৎ খুভীর বইলো হাওয়া আমার মনের আঙিনায়
আরো কাছে তুমি এসো প্রিয় মন চায় শুধু চায় কাছে চায়
মন চায় শুধু চায় কাছে চায় হুঁহুঁ-হুঁহুঁ-হুঁহুঁ
হুঁহুঁ—হুঁহুঁ—হুঁহুঁ

গান / তিন

আমি পথ মঞ্জরী ফুটেছি আঁধার রাতে
গোপন অশ্রুসম রাতের নয়ন পাতে—

তিন / ক

সে কি তুমি-সে কি তুমি-সে কি তুমি
তোমারি অাঁখির মত আকাশের দুটি তারা
তোমারি অাঁখির মত আকাশের দুটি তারা
চেয়ে থাকে মোর পানে নিশিথে তন্দ্রাহারা
সে কি তুমি সে কি তুমি তোমারি অাঁখির মত আকাশের
দুটি তারা ।

ক্ষীণ অাঁখি দীপ জ্বালি বাতায়নে জাগি একা
অসীম অন্ধকারে খুঁজি তব পথ রেখা
ক্ষীণ অাঁখি দীপ জ্বালি বাতায়নে জাগি একা
অসীম অন্ধকারে খুঁজি তব পথরেখা
সহসা দখিন বায়ে চাঁপাবনে জাগে সারা
সে কি তুমি সে কি তুমি তোমার অাখির মত আকাশের
দুটি তারা ।

তব স্মৃতি যদি ভুলি ক্ষণতরে আনকাজে
কে যেন কাঁদিয়া ওঠে আমারো বুকের মাঝে
তব স্মৃতি যদি তুলি ক্ষণতরে আনকাজে
কে যেন কাঁদিয়া ওঠে আমারো বুকের মাঝে
বৈশাখী ঝড়ে রাতে চমকিয়া উঠি জেগে
বৈশাখী ঝড়ে রাতে চমকিয়া উঠি জেগে
বুঝি অশান্ত মম আসিবে ঝড়ের বেগে
ঝড় চলে যায় কেঁদে ঢালিয়া শ্রাবণ ধারা
সে কি তুমি—সে কি তুমি—সে কি তুমি ।

গান / চার

আমার হারান দিন আজ বারে বারে
ফিরায়ে আনে যে মোরে স্মৃতির দুয়ারে
বুঝিতে পারিনি স্মৃতি বেদনার
আলোর আকাশে ঘনায় অাঁধার
ফিরে ফিরে আসে ফিরে ফিরে আসে
হারানো অতীত কেন যে কাঁদাতে মোরে
আমার হারানো দিন ।